

হাজ্জ ও ‘উমরাহর রুক্ন সমূহ

‘ইবাদতের ক্ষেত্রে রুক্ন বলা হয় সেই সব কাজ বা বিষয়কে, যেগুলো পালন ব্যতীত ‘ইবাদত বাতিল হয়ে যায় এবং ‘ইবাদত সঠিক বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেগুলো সম্পাদনের কোন বিকল্প নেই।

হাজ্জ বা ‘উমরাহর রুক্ন হলো সেই সব কাজ বা বিষয়, যেগুলো পালন ব্যতীত হাজ্জ বা ‘উমরাহ আদায় হয় না বরং তা বাতিল হয়ে যায়।

‘উমরাহর রুক্ন ৩টি। ১। ইহরাম ২। তাওয়াফ ৩। ছা‘য়ী

হাজ্জের রুক্ন ৪টি। ১। ইহরাম ২। তাওয়াফ ৩। ছা‘য়ী ৪। ‘আরাফাহতে অবস্থান।

হাজ্জের প্রথম রুক্ন হলো ইহরাম।

ইহরাম কি, ইহরাম বলতে কি বুঝায়?

ইহরাম হলো হাজ্জ কিংবা ‘উমরাহ অথবা উভয়টি সম্পাদনের কাজে অনুপ্রবেশের দৃঢ় সংকল্প (নিয়্যাত) করা এবং তজ্জন্য ইহরামের কাপড় গায়ে জড়ানো, আর মুখে শুধুমাত্র হাজ্জ করতে চাইলে “আল্লাহুমা লাক্বাইকা বি হাজ্জিন” আর ‘উমরা করতে চাইলে “আল্লাহুমা লাক্বাইকা বি ‘উমরাতিন” অথবা হাজ্জ এবং ‘উমরাহ দু’টো আদায় করতে চাইলে “আল্লাহুমা লাক্বাইকা বি হাজ্জিন ওয়া ‘উমরাতিন” বলা।

অন্তরের দৃঢ় সংকল্প বা নিয়্যাত ছাড়া ইহরাম হবে না।

রাহুলুল্লাহ عليه السلام বলেছেনঃ- *إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى*।

অর্থঃ-কাজ হলো নিয়্যাত দিয়ে (অর্থাৎ-কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল)। প্রত্যেক লোক নিয়্যাত অনুযায়ী কর্মের ফলাফল লাভ করবে।^১

আর যেহেতু নিয়্যাতের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে, তাই কেউ যদি মনে প্রাণে হাজ্জ সম্পাদনের নিয়্যাত করে থাকে আর মুখে ‘উমরাহ’র তালবিয়াহ অর্থাৎ *لبيك بعمره* (লাক্বাইকা বি ‘উমরাতিন) উচ্চারণ করে ফেলে, কিংবা কেউ যদি মনে প্রাণে ‘উমরাহ সম্পাদনের নিয়্যাত করে থাকে আর মুখে যদি সে হাজ্জের তালবিয়াহ অর্থাৎ *لبيك بحج* (লাক্বাইকা বি হাজ্জিন) বলে ফেলে, তাহলে এ ব্যাপারে আয়িম্যয়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত হলো, সে ব্যক্তি অন্তরে যা নিয়্যাত করবে সেটি আদায় করাই তার উপর ওয়াজিব হবে, এক্ষেত্রে মুখের উচ্চারণটি ধর্তব্য নয়।

১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম

হাজের দ্বিতীয় রুক্ন হলো ‘আরাফাহুতে অবস্থান। ‘আরাফাহু’র দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহাজ্জ সূর্য পশ্চিম দিকে হলে যাওয়ার পর থেকে ১০ই জিলহাজ্জ কোরবানির দিন ফজর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অবশ্যই ‘আরাফাহুতে অবস্থান করতে হবে। যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে ‘আরাফাহুতে অবস্থান না করে তাহলে তার হাজ্জ আদায় হবে না বরং তা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেনঃ-

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام^২

অর্থাৎ-অতঃপর যখন তোমরা ‘আরাফাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন পবিত্র স্মৃতি স্থানের নিকট আল্লাহ কে স্মরণ করো।^৩

যেহেতু এই আয়াতে ‘আরাফাহ থেকে ইফাযাহ তথা প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে তাই তা প্রমাণ করে যে, ‘আরাফাহুতে অবস্থান করতে হবে। কেননা কোথাও অবস্থান না করলে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন উঠে না।

এ ছাড়া মুছনাদে ইমাম আহমদ সহ অন্যান্য ছুনা গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ- الحج عرفة- الحج عرفة- الحج عرفة অর্থাৎঃ- হাজ্জ হলো ‘আরাফাহ, হাজ্জ হলো ‘আরাফাহ, হাজ্জ হলো ‘আরাফাহ (অর্থাৎ-হাজ্জ হলো ‘আরাফাহুতে অবস্থান)।

ছুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় ‘আব্দুর রহমান বিন ইয়া‘মুর থেকে বর্ণিত, রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ-

الحج عرفة, من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه.

অর্থাৎঃ- হাজ্জ হলো ‘আরাফাহু’র দিন। যে ব্যক্তি কোরবানির রাতে ফজরের নামাযের পূর্বে ‘আরাফাতে পৌঁছে গেল, তাহলে তার হাজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেল।

হাজের তৃতীয় রুক্ন হলো- তাওয়াফে ইফাযাহ। এটাকে তাওয়াফে যিয়ারাহও বলা হয়। ১০ই জিলহাজ্জ (কোরবানির দিন) সকাল থেকে জিলহাজ্জ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত যে কোন সময় এই তাওয়াফ করা যায়। এই তাওয়াফ শেষ হলে পরে একজন হাজির জন্যে হাজ্জকালীন নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ চূড়ান্ত ভাবে সিদ্ধ তথা হালাল হয়ে যায়।

তাওয়াফে ইফাযাহ হলো হাজের অন্যতম রুক্ন। এটি সম্পন্ন না করলে হাজ্জ আদায় হবে না। কেননা

২. البقرة- ১৭১.

৩. ছুরা আল বাক্বারাহ-১৯৮

কোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ-

وليطوفوا بالبيت العتيق⁸

অর্থাৎ- এবং অবশ্যই তোমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করো।^৫

এছাড়া উম্মে ছালামাহ h থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছুলুল্লাহ (ﷺ) ওয়াহ্ব বিন যাম‘আহ-কে (ﷺ) কোরবানির দিন (জিলহাজ্জের ১০ তারিখ) বিকেলে সাধারণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ- هل أفضت يا أبا عبد الله

অর্থাৎ-হে আবু ‘আব্দুল্লাহ (ওয়াহ্ব বিন যাম‘আহ’র কুনইয়া ছিল আবু ‘আব্দুল্লাহ) তুমি কি তাওয়াফে ইফাযাহ করেছ? তিনি বললেনঃ-

না, আল্লাহর ক্বছম-আমি তা করিনি হে আল্লাহর রাছুল! তখন রাছুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেনঃ- إنزع عنك القميص

অর্থাৎঃ- তুমি (পরনের সাধারণ) জামা খুলে ফেলো (এবং ইহরামের কাপড় পরে নাও)।

ওয়াহ্ব বিন যাম‘আহ (ﷺ) সাথে সাথে মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তার সাথে যিনি ছিলেন তিনিও তার মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন। অতঃপর ওয়াহ্ব বিন যাম‘আহ 3 রাছুলুল্লাহ-কে (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ- لم يارسول الله

রাছুলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেনঃ-

إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمره أن تحلوا يعنى من كل ما حرمت منه إلا النساء, فإذا مسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما ك (رواه أبو اود والحاكم وابن خزيمة وصححه الألبانى)

অর্থাৎঃ- আজকের এই দিনে তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে তোমরা পাথর নিক্ষেপের পর শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যতীত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ অন্য সব কিছু হালাল করে নিতে পার। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে) যদি তোমরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযাহ) সম্পন্ন না কর তাহলে পাথর নিক্ষেপের পূর্বে তোমরা যেভাবে মুহরিম ছিলে (তোমাদের জন্য যা কিছু নিষিদ্ধ ছিল) পূরণায় তোমরা সে অবস্থায় ফিরে যাবে যতক্ষন না তোমরা তাওয়াফ সম্পন্ন করবে।^৬

হাজের চতুর্থ রুকন হলো-সাফা ও মারওয়ান মাবো ছা'য়ী।

হাজু ও 'উমরাহর চতুর্থ রুকন হলোঃ- সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাবো ছা'য়ী করা অর্থাৎ দ্রুত সাত বার চকুর দেয়া। এই সা'য়ী সাফা পাহাড় থেকে শুরু করা আর মারওয়া পাহাড়ে যেয়ে শেষ করা।

এর প্রমাণ হলো-কোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ-

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما^৭

অর্থাৎঃ- নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া হলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হাজ্জ বা 'উমরাহ করবে সে যদি এ দু'টোর তাওয়াফ করে তাহলে তার উপর কোন গুনাহ নেই।^৮

এসম্পর্কে রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

يأيتها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم^৯

অর্থাৎঃ-হে লোকজন! তোমরা ছা'য়ী করো, কেননা তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। (বাইহাক্বী, দারু ক্বোতনী,)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে-রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي^{১০}

অর্থাৎঃ-তোমরা ছা'য়ী করো, কেননা আল্লাহ তোমাদের উপর ছা'য়ী আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। (মুছনাদে ইমাম আহমদ, ইবনু মাজাহ)

এ ছাড়া আয়েশাহ (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত যে, রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

ما أتم الله حج إمرى ولا عمرته ما لم يطف بين الصفاء والمروة^{১১}

৬. আবু দাউদ, মুছতাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ। শাইখ আল আলবানী (رضي الله عنه) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

৭. البقرة - ১০১

৮. ছুরা আল বাক্বারাহ ১৫৮

৯. رواه البيهقي والدار قطنى

১০. رواه أحمد و ابن ماجة

১১. رواه البخارى ومسلم

অর্থাৎ-আল্লাহ (ﷻ) সেই ব্যক্তির হাজ্ব পূর্ণ করেন না যতক্ষণ না সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ সম্পাদন করে।^{১২}

যে ব্যক্তি তামাত্ব হাজ্ব পালন করবে তার জন্য সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার ছা'যী, তাওয়াফে ইফাযাহ তথা তাওয়াফে ক্বোদূম (বায়তুল্লায় আগমন কালীন তাওয়াফ) সম্পাদনের পরই কেবল করতে হবে, আগে (তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পাদনের আগে) করলে চলবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কেরান বা ইফরাদ হাজ্ব পালন করবে সে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার ছা'যী তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পাদনের পরে যেমন করতে পারে তেমনি ইচ্ছে করলে সে তা এর আগেও (তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পাদনের আগেও) করতে পারে। তবে পরে করাটাই উত্তম।

সূত্রাবলীঃ-

- ১। আল 'আল্লামা আশ্শাইখ 'আব্দুল 'আযীয বিন বায (ﷺ) সংকলিত "আত্‌তাহক্বীকু ওয়াল ঈযাহ--"।
- ২। আল 'আল্লামা আল মুহাদ্দিছ আশ্শাইখ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (ﷺ) সংকলিত মানাছিকুল হাজ্ব ওয়াল 'উমরাহ ফিল কিতাব ওয়াছ ছুন্নাহ ওয়া আ-ছারিছ ছালাফ"।
- ৩। আল 'আল্লামা আশ্শাইখ 'আব্দুল মুহছিন হামদ আল 'আব্বাদ (ﷺ) সংকলিত "তাবসীরুন্ন নাছিক বি আহকামিল মানাছিক"।
- ৪। আল 'আল্লামা আশ্শাইখ মোহাম্মাদ বিন সালেহ আল 'উছাইমীন (ﷺ) সংকলিত "আশ্শারহুল মুমতি"।
- ৫। আশ্শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আল জিবরীন (ﷺ) ও আশ্শাইখ 'আব্দুল মুহছিন বিন নাসির আল 'উবাইকান (ﷺ) সংকলিত "আল মিনহাজ ফী ইয়াওমিয়া-তিল হা-জ্ব"।
- ৬। আশ্শাইখ জামীল যাইনু (ﷺ) রচিত ও সংকলিত "আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান"।
- ৭। আল 'আল্লামা আশ্শাইখ মোহাম্মাদ বিন সালেহ আল 'উছাইমীন (ﷺ) রচিত ও সংকলিত "কাইফা ইয়ুআদিল মুছলিমু মানাছিকাল হাজ্ব ওয়াল 'উমরাহ ওয়া আখতা ইয়াক্বা'উ ফীহাল হুজ্জাহ"।
- ৮। "বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্বতাসিদ" লিল ইমাম মোহাম্মাদ বিন আহমদ আল ক্বোরতুবী (ﷺ)।

৯। “ফিক্বুহ্ ছুনাহ” লিল ‘আল্লামা আছ ছায়িদ আছ ছাবিক্ব (ﷺ)।

১০। “আল ফিক্বুহ্ ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ” লিশ্শাইখ ‘আব্দুর রহমান আল জায়ীরী (ﷺ)।